দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 DEC 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

মাদ্রাসা শিক্ষকদের সমস্যা

পাক-ভারত উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন আমলে মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। মুসলমানদের দাবীর প্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার ১৭৮০ সালে কোলকাতায় একটি সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে মুসলমানগণ দীনি শিক্ষার বিভিন্ন দিক তথা কুরআন, হাদীস, ফিকহ্ ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞান লাভের সুযোগ পায়, অতঃপর মাদ্রাসা শিক্ষার অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে হিফজুল কুরআন ও উলুমুত তাজবীদওয়াল কিরাআত বিষয়গুলো ১৯৪৪ সালে মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, কোলকাতায় যথাযথ সরকারী নিয়মে চালু করা হয়। ঐ সময়ে বোর্ড অফ সেন্ট্রাল মাদ্রাসা পরীক্ষা, বেঙ্গল কর্তৃক উহার পরীক্ষা ও সনদ প্রদান ইত্যাদি পরিচালনা করতো।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ততকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় উক্ত আলিয়া মাদ্রাসাটি স্থানান্তরিত হয়। দীর্ঘ ২৪ বৎসর যাবত সাবেক পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক মাদ্রাসা শিক্ষা পরিচালিত হতে থাকে। এ সময়ে দেশে বহু আলিয়া নেছাবের মাদ্রাসা উক্ত বোর্ডের অধীনে গড়ে উঠে। তবে হিফজুল কুরআন ও উলুমুত তাজবীদওয়াল কিরাআত বিষয়ের শিক্ষা কেবল মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকায় একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে। স্বাধীনতা লাভের পর উহা বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা নামে রূপান্তরিত হয়। উক্ত বোর্ড ১৯৭৯ সালে স্বায়ত্তশাসিত হওয়ায় মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। এ সময় হিফজুল কুরআন, ও উলুমুত তাজবীদওয়াল কিরাআত বিষয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার ধারা সংস্কার করে উহার উন্নতি সাধনকল্পে বর্তমানে দাখিল স্তরে— দাখিল হিফজুল কুরআন বিভাগ ও দাখিল মুজাব্বিদ বিভাগ নামে পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। অনুরূপভাবে আলিম স্তরে— আলিম মুজাব্বিদ মাহির বিভাগ, ফাজিল স্তরে— ফাজিল মুজাব্বিদ বিভাগ, কামিল স্তরে— কামিল মুজাব্বিদ বিভাগ নামে পরীক্ষা হচ্ছে।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা অর্ডিন্যান্স-এর ১৭ (এফ) ও ৪৩ (এ) ধারায় এবং এনাম কমিটি রিপোর্টে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা ফাংসন্স-এর ০২ (জি) ধারায় উল্লেখিত বিষয়ের পরীক্ষার কথা উল্লেখ রয়েছে। তদুপরি মাদ্রাসা শিক্ষার সার্ভিস রেগুলেশন্স-এর সিডিউল (ক) ধারায় কারী পদের যোগ্যতার ক্ষেত্রে বোর্ডের সার্টিফিকেটের কথাও উল্লেখ রয়েছে। সে অনুযায়ী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল স্তরসমূহে বিন্যস্ত সিলেবাস অনুযায়ী হিফজুল কুরআন ও উলুমুত তাজবীদওয়াল কিরাআত বিষয়ের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনের তাগিদে উক্ত বিষয়ের উপর অনেক দাখিল ও আলিম মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। যা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত। বোর্ডের যথাযথ নিয়মে উক্ত মাদ্রাসাসমূহের লেখাপড়া এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরীক্ষার ফলাফলও প্রশংসনীয়। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় যে, উক্ত মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষকগণের সরকারী অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর বৈরী মনোভাব পোষণ করছেন। যার কারণে উক্ত শিক্ষকগণ সরকারী অনুদান না পেয়ে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে নিরুৎসাহ বোধ করছেন।

এমতাবস্থায় মুজাব্বিদ ও হিফজুল কুরআন বিষয়ক মাদ্রাসা শিক্ষকগণের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আশা করি।

— (আবু তাইয়্যেব মোঃ আযিযুর রহমান)